তারিখ ২৮/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

17

সমস্যার আবর্তে নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ

নড়াইল সংবাদদাতা ॥ নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ এই জেলার একমাত্র সরকারী কলেজ। শতাব্দী প্রাচীন এই কলেজটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাবসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে কলেজটিতে পাঠদান ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বর্তমানে কলেজে বাংলা, দর্শন, ব্যবস্থাপনা ও অংক-এই ৪টি বিষয়ে অনার্সসহ উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পাস কোর্স চালু আছে। আবশ্যিক বিষয়সহ মোট ১৫টি বিষয়ের ৫৮টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। উপাধ্যক্ষ নাই। ১৮টি পদ শূন্য।

সম্প্রতি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বিএল কলেজের উপাধ্যক্ষ ঘোষ মধুসূধনকে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি গত ১০ই সেপ্টেম্বর কাজে যোগদান করিলেও স্টেশনে থাকেন না। খুলনায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন এবং মাঝে মধ্যে কলেজে আসেন। কলেজের কিছু সম্পত্তিও হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রিকুইজিশনকৃত একটি বাড়ী যাহা একসময় ছাত্রদের হোস্টেল হিসাবে ব্যবহৃত হইত, উহা এখন কতিপয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ব্যবহার করিতেছে। সম্প্রতি কলেজ চত্বরে ছাত্র কমন রুমের পাশে কে বা কাহারা একটি অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে। কলেজের পুরাতন কমন রুমটি কিছুদিন ক্যান্টিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কলেজের কতিপয় কর্মচারী রাখিমালের গুদাম হিসাবে উহা ব্যবহার করিতেছে। কলেজের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনটিতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সংস্কার কাজ চলায় শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে ক্লাস লইতে অসুবিধা হইতেছে। প্রায় ৪ বছর পূর্বে শুরু হওয়া সংস্কার কাজ মাঝপথে বন্ধ ছিল। বর্তমানে মন্থরগতিতে কাজ চলিতেছে। কবে নাগাদ ইহা হস্তান্তর হইবে তাহা কলেজ কর্তৃপক্ষ জানেন না। ঠিকাদার ও স্থানীয় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগকে বার বার তাগাদা দিয়াও কোন লাভ হয় নাই। উল্লেখিত সমস্যার কারণে ১১৪ বছরের পুরাতন প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা খুবই নাজুক। জেলার সচেতন মহল আশা করেন, সমস্যা নিরসনে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।